

মন্ত্র- কি ?

"মননাং ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ মন্ত্র উদাহৃতঃ।" যাহার মননরে দ্বারা, চিন্তার দ্বারা, ধ্যানরে দ্বারা সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, দুঃখ-কষ্টরে হাত হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্তি ঘটে তাহারই নাম মন্ত্র।

মন্ত্র বহু প্রকার; যদও সকল মন্ত্ররে উদ্দেশ্য এক। মন্ত্ররে অর্থ ভাল করিয়া বুঝিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, তাহার মধ্যে, বিশেষতঃ তাহার বীজরে মধ্যে আমাদের জীবনরে লক্ষ্য ও তৎপ্রাপ্তির উপায় নহিতি আছে। সাধারণতঃ মন্ত্ররে মধ্যে তিনটি অংশ থাকে,-প্রণব, বীজ ও দেবতা। একাক্ষর মন্ত্রগুলির মধ্যেও তিন তত্ত্ব নহিতি। প্রণব সর্বব্যাপী ভগবৎ-তত্ত্ব প্রকাশ করে, বীজ ব্যষ্টি-জীবনরে লক্ষ্য নির্ধারণ করে, দেবতা সেই লক্ষ্যপ্রাপ্তির উপায় জানাইয়া দেয়। বটরে বীজে যেমন একটা পূর্ণ পরণিত ফলে-ফুলে সশোভিত বৃক্ষে পরণিত হইবার শক্তিনহিতি, মন্ত্ররে বীজরে মধ্যেও সেইরূপ বিশিষ্ট জীবরে পূর্ণ পরণিত লাভরে শক্তিনহিতি আছে।

ঔকাররে মধ্যে অতসুন্দরভাবে সর্বব্যাপী ভগবৎ-তত্ত্ব-পরমাত্মা-তত্ত্ব নহিতি। বীজরে মধ্যে ব্যষ্টি-ভাবাপন্ন প্রত্যক্-চৈতন্যরে সব তত্ত্ব নহিতি। দেবতাতত্ত্বরে মধ্যে করিপে আমাদের ভতিরকার অন্তরেন্দ্রিয়, বহিরেন্দ্রিয় ও দহোদরি সব তত্ত্বরে মধ্য দিয়া সেই প্রত্যক্-চৈতন্য পূর্ণভাবে পরণিত লাভ করিতে পারে, সেই সব তত্ত্ব নহিতি আছে। ভগবৎ-চৈতন্য প্রকৃতির সব স্তরে মধ্য দিয়া কভাবে প্রকাশ পায়, লীলা করে-তাহা লইয়া দেবতাতত্ত্ব। দেবতা সাক্ষাৎকার করার অর্থ-সেই সব তত্ত্বগুলির মধ্য দিয়া ব্যষ্টি-সমষ্টি ভাবে ভগবৎ-চৈতন্যকে অবাধি ভাবে ফুটাইয়া বাহির করা-উপলব্ধি করা।

প্রণব হইতে বুঝা যাইবে আমার ভগবান কিতত্ত্ব, বীজ হইতে জানা যাইবে আমার স্বরূপ কি, আমার সঙ্গে ভগবানরে কিসম্বন্ধ, ভগবানরে কিসিবে উদ্দেশ্য পূর্ণ করবার জন্য আমাকে সৃষ্টিকরা হইয়াছে। দেবতার অর্থরে মধ্যে দিয়া আমরা জানিতে পারি কি উপায়ে আমার সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতে পারে। প্রথমতঃ মন্ত্ররে অর্থ বুঝিয়া লইতে হয়, তারপর মন্ত্ররে সাধনার দ্বারা যখন মন্ত্র চৈতন্য(জাগ্রত)হয়, তখন চিত্র হইতে সেই তত্ত্বগুলির স্ফুরণ হয়; অর্থরে ভতির দিয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম তাহা প্রত্যক্ষ হয়। "ঔ ক্লীং কৃষ্ণায়" মন্ত্ররে সাধকরে সিদ্ধাবস্থায় "ঔ" এর ভতির দিয়া ভগবৎ তত্ত্বরে(সমষ্টি ভাবরে)উপলব্ধি হইবে, "ক্লীং" বীজরে ভতির দিয়া তাহার ভিতরে ঈষ্ট কৃষ্ণতত্ত্বরে (ব্যষ্টিভাবরে) স্ফুরণ হইবে এবং "কৃষ্ণায়" এই দেবতাতত্ত্বরে ভতির দিয়া তাহার জীবন কৃষ্ণময় হইয়া তাহার জীবনরে ভাব ও কাজ কৃষ্ণ সদৃশ হইয়া পড়িবে। প্রত্যকে মন্ত্র সাধন-প্রণালীর একটা চুম্বক আকাররে সাঙ্কতেকি চহিন। মন্ত্ররে তিনটি অংশরে মধ্যে প্রণবরে সাহায্যে আমরা ভগবৎ-তত্ত্ব, বীজরে সাহায্যে আমাদের ভতিরকার সুপ্ত ভগবৎ-শক্তি এবং দেবতাতত্ত্বরে দ্বারা আমরা আমাদের পূর্ণ বিকাশরে ভগবৎ-প্রাপ্তির সাধন-প্রণালী জানিতে পারি।

স্ত্রীলোকদিগরে যে প্রণব বাদ দিয়া দীক্ষা দেওয়ার প্রণালী বাঙালা দেশে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অবৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিবিহীন। স্ত্রীলোকদিগকে দাবাইয়া রাখবার জন্য যাহারা এই যুক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহারা ভুলিয়া যান যে, মতৈর্যে গার্মী বাচক্লবী বৈদিক ঋষীগণও স্ত্রী-জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। স্ত্রী-দেবতা কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি মাতৃজাতির পক্ষে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। মায়ের জাতকে এইভাবে অবমাননা করিয়া ভগবানরে মাতৃভাব উপলব্ধি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ওঁ কাররে ভতিরে আমরা 'অ'কার 'উ'কার ও 'ম'কার এবং অর্দ্ধমাত্রা এই তত্ত্বগুলি
দখেতি পাই। ভগবানরে একাংশ ব্যক্ত জগৎরূপে সৃষ্ট পরণিত বা ববির্ত্ততি; অপরাংশ
অব্যক্ত ।ইহাই অর্দ্ধমাত্রা।

